দৈনিক সংবাদ

৮।

DEC. 25 1999

তারিখ ... ... DEC 24 1999
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজ

দুর্লভ বিশ্বাস

যে দেশে কলেজে পা দিয়েই রাজনীতির নামে অরাজকতা সৃষ্টির হাতেখড়ি হয়, সে বাংলাদেশে রাজনীতিমুক্ত কলেজের অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায়? যে সমাজে অধিকাংশ যুবসমাজই বিভিন্ন নেশায় আসক্ত, সেখানে ধূমপানমুক্ত কলেজ? হ্যাঁ, এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে এই বাংলাদেশে 'লায়ন নজরুল ইসলাম' নামের কলেজটিতে। টাঙ্গাইল শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে টাঙ্গাইল সদর থানার গালা ইউনিয়নের 'ভায়েটা' গ্রামে ১৯৯৩ সালে লায়ন নজরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এই ব্যতিক্রম ধর্মীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ রাজনীতি এবং ধূমপানমুক্ত এই কলেজটির শিক্ষাদান পদ্ধতিও দেশের আর দশটি কলেজের মতো নয়। সেখানেও রয়েছে এক ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি। সেমিস্টার পরীক্ষা নেয়া হয় বিভিন্ন সময়ে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করার জন্য সাপ্তাহিক পরীক্ষা তো আছেই; তাতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রতি পনের থেকে বিশজন শিক্ষার্থী থাকেন একজন গাইড শিক্ষকের আওতায়। তিনি নির্ধারণ করেন সবকিছু। পড়ালেখাসহ সবকিছুই চলে তার নির্দেশক্রমে। কলেজে নিয়োজিত শিক্ষকরাই এই গাইড শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কলেজ চলাকালীন সময় কোন ছাত্রছাত্রীর কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে গাইড শিক্ষকের অনুমতি লাগে। অনুমতি পেলেই কেবল বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে।

ব্যতিক্রমী লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজের শিক্ষার্থীদের শুধু লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলে না। লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজের জন্য ন্যূনতম অবদান রাখাও তাদের বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের পাঠকালীন দু'জন নিরক্ষর লোককে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। এটা শিক্ষার্থীদের অন্যতম একটা প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া পড়ালেখার পাশাপাশি স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যে সব বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেগুলো হল ঃ মৎস্য চাষ, পশু-পালন, কৃষি উন্নয়ন, টাইপ ও শর্টহ্যান্ড। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী এই কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা লায়ন নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানালেন, এতে শিক্ষা জীবনশেষে শিক্ষার্থীদের বেকার থাকার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাই এ ব্যবস্থা।

লেখাপড়ার ব্যয় ঃ ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম। ভর্তি ফি ১শ' টাকা। মাসিক বেতন ৬০ টাকাসহ বিভিন্ন ফি বাবদ ভর্তির সময় নেয়া হয় ১ হাজার ৩শ' ৮০ টাকা। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের দিতে হয় ১ হাজার টাকা। বাকি অর্থ দেন প্রতিষ্ঠাতা লায়ন নজরুল ইসলাম।

ব্যতিক্রমী নিয়ম-কানুন ঃ ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাঙ্গাইলের ভায়েটা গ্রামের লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজে কিছু ব্যতিক্রমী নিয়ম-কানুন রয়েছে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পালন করতে হয়। যেমন ইউনিফরম ও ব্যাজ পরে ক্লাস করতে হয়। প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকা ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। ৯০%-এর কম ক্লাসে উপস্থিত থাকলে তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না। বিনা অনুমতিতে ক্লাসে হাজির না থাকলে প্রতি ক্লাসের জন্য ৫ টাকা করে জরিমানা দিতে হয়। পর পর ৫ দিন বিনা অনুমতিতে ক্লাসে হাজির না থাকলে হাজিরা খাতা থেকে তার নাম কেটে দেয়া হয়।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাসে উপস্থিত ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত অগ্রগতির প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ ডাকযোগে বা বিশেষ বাহক মারফত কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের অবহিত করে থাকেন। এটা বাধ্যতামূলক। হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীদের সূর্যোদয় হতে সকাল ৯টা পর্যন্ত এবং সূর্যাস্ত হতে রাত ১১টা পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। প্রতিরাতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি এবং পাঠোন্নতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক দেয়া হয়। বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় ৬৫% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছর কলেজ খরচে একবার শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং মানবিক শাখার ২৯০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে।

ফলাফল ঃ টাঙ্গাইলের ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলাফলও ভাল। '৯৬ সালে বোর্ডের পাসের হার যেখানে ছিল ২৪% সেখানে এ কলেজে ৪৭.২৫%। '৯৭ সালে বোর্ডের ৩৫.৮৯% সেখানে এ কলেজে ৭৭.৮০% এবং '৯৮ সালে বোর্ডের যেখানে ৪৪.৬২% সেখানে এ কলেজের ৮৪.৫৩%।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন—লায়ন নজরুল ইসলাম। তিনি জানালেন— ছোটবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু করা। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে স্বপ্ন বাস্তবতার দিকে যাচ্ছে। এই কলেজের প্রতি মাসে তাকে ৬০ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কতদিন এটা চালিয়ে যেতে পারবেন সেটা নিয়ে তিনি চিন্তিত বটে, তবে আজীবন এ প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাবেন সে আশাবাদও ব্যক্ত করলেন।

ভায়েটা গ্রামের সবুজ প্রান্তরে বিশাল টিনের একতলা ভবন। পাশেই বিশাল একটি গাছ। ধুঁ ধুঁ আকাশ। এ নিয়েই কলরবে মুখরিত লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজ। ব্যতিক্রমী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই এটি একটি অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে— এ প্রত্যাশাই সকলের।